জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন

সারাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকান্ডের পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠনের সরকারি সিদ্ধান্ত রয়েছে। ১৯৭৩ সালে ৬৪ জেলায় জেলা প্রশাসক পদাধিকার বলে সভাপতি এবং সিনিয়র সমাজকল্যাণ সংগঠককে সচিব করে সর্বমোট ১০ জনকে নিয়ে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠন করা হয়। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক জেলার সরকারি ও বেসরকারি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমাজকল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দেয়া, সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন এবং তাদের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি সহযোগিতা নিশ্চিত করা, জেলার চাহিদা অনুসারে সরকারি অথবা বেসরকারি পর্যায়ে নতুন কোন সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে সুপারিশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমকে গতিশীল করা। বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে। ৬১ টি জেলায় জেলা প্রশাসক এবং ৩টি পার্বত্য জেলায় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট জেলার সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক সদস্যসচিব। পরিষদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে দেশের ৬১টি জেলায় ও অবশিষ্ট ৩টি পার্বত্য জেলায় নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ রয়েছে । জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ প্রতি দুই মাসে একবার সভায় মিলিত হবে। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের বেসরকারি সদস্যদের মেয়াদকাল মনোনয়নের তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের রূপরেখা নিম্নরূপ:

১.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট জেলার জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সদস্য	সহসভাপতি
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৫.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপপরিচালক, জেলা পবিরার পরিকল্পনা কার্যালয়	সদস্য
৭.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদফতর	সদস্য
৮.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর	সদস্য
৯.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১০.	উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১১.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১২.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৪.	মেয়র, পৌরসভা (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৫.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী	সদস্য
১৬.	জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকমী	সদস্য
১৭.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য সচিব

৩টি পার্বত্য জেলায় জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের গঠন নিম্নরূপ

১.	চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা	সভাপতি
২.	সংশ্লিষ্ট জেলার জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সদস্য	সহসভাপতি
৩.	সিভিল সার্জন	সদস্য

৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)	সদস্য
৫.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সদস্য
৬.	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপপরিচালক, জেলা পবিরার পরিকল্পনা কার্যালয়	সদস্য
৮.	উপপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদফতর	সদস্য
৯.	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর	সদস্য
১০.	জেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
১১.	উপপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
১২.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
১৩.	সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
১৪.	মেয়র, পৌরসভা (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৫.	চেয়ারম্যান, স্থানীয় সরকার পরিষদ, সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ১ (এক) জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মী জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও ১ (এক) জন বিশিষ্ট মহিলা সমাজকর্মী	সদস্য
১৬.	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	সদস্য সচিব

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যাবলি

(ক) জেলায় স্বেচ্ছাসেবী যে সকল সংগঠন ও ব্যক্তি সমাজের কল্যাণে কাজ করছেন তাঁদেরকে সর্বপ্রকার সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান;

(খ) সংশ্লিষ্ট জেলার গ্রাম্য সমাজ এবং শহর অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং ঐ সকল সমস্যা সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন;

(গ) সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/সমিতির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, তাদের কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান এবং সেগুলোকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক বিভিন্ন সংস্থা/সমিতিকে প্রদত্ত অনুদান যথাযথভাবে ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়ে পর্যালোচনা;

(ঙ) উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং সেগুলোর কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান;

(চ) দেশের সমাজকল্যাণ কার্যক্রম অধিকতর জোরদার ও ফলপ্রসূ করার স্বার্থে সরকার/বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদকে ত্রৈমাসিকভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান;

(ছ) আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে স্ব-উদ্যোগে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(জ) উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে সরকারী অনুদান প্রদানের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের নিকট সুপারিশ পেশ;

(ঝ) সরকারি এবং অসরকারি পর্যায়ে জেলার সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর ষাণ্মাসিকভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রতি বছরের ৩১ জুলাই ও ৩১ জানুয়ারির মধ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদে প্রেরণ;

(ঞ) সমাজকল্যাণ কার্যক্রমে উৎসাহী ও স্বেচ্ছায় দানশীল ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উপযুক্ত রশিদ প্রদান ও যথাযথ হিসাবরক্ষণ সাপেক্ষে অনুদান গ্রহণ;

(ট) জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন এবং

(ঠ) সরকার ও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুকূলে প্রদত্ত অনুদান কি কি কাজে ব্যয় করা যায়

১। আকস্মিক দৈব দুর্বিপাক/প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, ভূমিকম্প, পাহাড়ধ্বস ইত্যাদি)।

২। সড়ক/নৌ/রেল/বিমান দুর্ঘটনায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ।

৩। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান ।

৪। অগ্নিদগ্ধ/এসিড দগ্ধ দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান।

৫। দুরারোগ্য ও জটিল রোগে আক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তির চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান ।

৬। অতিদরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার জন্য সহায়তা প্রদান ।

৭। জেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ পরিস্থিতির যথার্থতা বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে অনুদান সহায়তা প্রদান করবে।